JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলা ভাষার সংকট ও সম্ভাবনা

রসরাজ রায়
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, চাঁচল কলেজ
চাঁচল, মালদা

Abstract: "seeing the pitiable condion of Sanskrit, the creator of the Bengali Language, raises the question in our minds: What will the Bengali Language survive on? we still haven't developed the habit of speaking pure Bengali."

The Bengali Language was created by combining many Foreign Languages, Including English. That means we cannot speak pure Bengali - Now a days, children from Bengali homes are shown to be inclined towards English education. you can't learn good Bengali without it, and You can't learn good English without it. Now a days, Bengalis are labeled as a Bangladeshis if they speak bengali in foreign countries. To escape the warth of the ruling class, we must stand up against injustice, only then will the Bengali Language survive.

Keywords **:** Bengali, language, foreign, survive.

আজ বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষার শিকর সন্ধান করলে জানা যায়, এর বয়স হাজার বছরের পুরোনো। বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ কেই মান্যতা দিয়ে থাকেন। নবম-দশম শতকে চর্যাপদের পুঁথি লেখা হয়। চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কারের পূর্বে বাংলা ভাষার সেরকম প্রামাণ্য নথিও খুব বেশী নেই। চর্যাপদ তথা বাংলা ভাষার আয়ু হাজার বছর নেহাতই একটা কম সময় নয়। একুশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।জোড়াতালি দিয়ে আর কয়দিন বাংলা-ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। সংস্কৃত ভাষার কোল থেকে জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষা। ৫-৬ হাজার বছরের পুরোনো সংস্কৃত ভাষার করুণ দশা দেখলে আমাদের মনে শঙ্কা জন্মে যে, সংস্কৃত ভাষা এখন আর কথ্য ভাষা নয়। এই ভাষা বেঁচে আছে পূজারীর পূজা-অর্চনা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষার স্রষ্টার এইরূপ হলে, বাংলা ভাষা বাঁচবে কী নিয়ে? বাংলা ভাষার বিপন্নতার কথা ভেবে আমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগে না? এখন ভাবার সময় এসেছে। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার অভ্যাস আমাদের আজও হয়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক বিদেশী শব্দের আগমন ঘটেছে যা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থাৎ আমরা প্রাত্যহিক জীবন যাপনে সংকর শব্দ উচ্চারণ করলেও সেগুলো এখন আমাদের মাতৃভাষা, প্রাণের ভাষা। যেমন- chair কে কেদারা, Table কে তালিকা বললে ৮০% বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। chair, Table, Head master, আমাদের রক্তের স্রোতের সঙ্গে মিশে আছে। মানুষের শরীর থেকে মাংস সরিয়ে ফেললে কংকাল পরে থাকে ঠিক তদ্রূপ প্রকৃত বাংলা ভাষা থেকে বিদেশী শব্দ পৃথক করলে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটবে।

ইংরেজরা এদেশে আগমনের পরে বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজী শব্দ মিশে একাকার হয়ে যায়। ইংরেজরা আসার পূর্বে অপর নানা জাতীয় বিলেতি শব্দ আমাদের পূর্বপুরুষদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। একথা স্বীকার্য যে, বিদেশী শব্দের মিশ্রণে তৈরী বাংলা ভাষা আজ কাজের ভাষা, ব্যবহারের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবাবি আমলে কবি ভারতচন্দ্রের সময়কালে - ফিরিঙ্গি, ফরাসি, আলেমান ওলন্দাজ দিনেমার, ইংরেজ প্রমুখেরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করত। ফলে তাদের ভাষার সঙ্গে বাংলা-ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে-

মাছ, কাতুর → ফরাসি শব্দ

হরতন, রুইতন → ওলন্দাজি

চেয়ার, টেবিল → ইংরেজি

ডাব, গামছা, ঝাঁটা → বাংলা। [১]

ব্যতিক্রম শুধু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে দেখা যায়। তাদের বাংলা গদ্যের লেখনিতে আরবি, ফারসি শব্দের কোন আঁচ পাওয়া যায় না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত বর্গ খুব সচেতনতার সঙ্গে বাংলা গদ্যের ব্যবহার করলেও বাস্তবের সুর কিন্তু ভিন্ন। তাঁদের সৃষ্ট শুদ্ধ বাংলা পঠন-পাঠনের বাংলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাত্যহিক জীবনের কথ্য ভাষায় শুদ্ধ বাংলার তুলনায় সংকর শব্দেরই জয়-জয়াকার। অতএব ভাষার যবন দোষ ঘোচানো সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর মতে-

"পণ্ডিত মহাশয়েরা যখন ভাষার যবন-দোষ ঘোচাতে পারেননি তখন আমরাও তা পারব না, কেননা আমাদের আধুনিক সাহিত্যের সংস্কৃত বেশধারী বহু শব্দকে আঁচড়ালেই তার ভিতর থেকে বিলেতি ভাব বেরিয়ে পড়ে। 'আইডিয়া' বাদ দিয়ে বাংলা আজ আমরা কেউ লিখতে পারিনে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, কোনো নতুন বিদেশী কথাকে বয়কট করা কিংবা পুরনো বিদেশী শব্দকে বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করবার চেষ্টা করা, শুধু বৃথা সময় নষ্ট করা। আমাদের ভাষায় অনেক নতুন কথা আপনা হতেই ঢুকবে, আর অনেক পুরনো কথা আপনা হতেই বেরিয়ে যাবে, আর তা হবে তাদের জাতিবর্ণ নির্বিচারে।" [২]

গত দুই দশক ধরে আমরা যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়েছি। Inland, post card এ লেখার ব্যবহারও দিন দিন কমে আসছে। বাংলায় চিঠি-পত্র লেখার অভ্যেসটুকুও অবলুপ্তির পথে। যন্ত্র সভ্যতা কাজের গতি বাড়ালেও বাংলা ভাষার প্রয়োগের গতি কিন্তু বাড়াতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের কাছে তথ্য প্রযুক্তির প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। বাংলা ভাষাও নিজের অস্তিত্ব হারাতে শুরু করে। আজকাল ভাষার মধ্যে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যাকে ভাষাদূষণ বলা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষাভাষী যারা তাদের মধ্যে অনেকে Facebook এ বাংলা বর্ণমাল ব্যবহার না করে, বাংলা শব্দকে ইংরেজির ঢঙ্গে লিখে থাকে। যেমন-

আমার → AMAR,

তোমার → TOMAR

বর্তমানে আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন বাংলা ভাষার একটা অংশ ইংরেজি মিডিয়ামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই অনেকে বাচ্চাদের ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে থাকেন। ফলে শিশুদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি দুর্বলতা দেখা যায়। এইভাবে কথা বলা, বর্ণ চেনা, শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিবারের কর্তার প্রথম দায়িত্ব শিশুকে মাতৃভাষা শেখানো। তারপর শিশু অন্য যেকোন ভাষায় শিক্ষা, চর্চা করতে পারে তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষাকে ভুলতে বসেছিলেন, অবশ্য ঘটনাক্রমে বাংলা ভাষা শিখেন ও চর্চা করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অস্বীকার করার অবকাশ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি, সংস্কৃত সাহিত্যে ডুব দিয়েছেন বলে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সাহিত্য সম্রাটের শিরোপা তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগরের কাছেও বাংলা ভাষা ঋণী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে বাংলা ভাষাকে তার সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিলেন।

সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা এগিয়ে চলেছে ঠিকই, কিন্তু এর বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ ছিল বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিদ্রোহ করেই নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। বাংলা ভাষা ও তেমনটা করেছে। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাল বংশের রাজত্বকালে রাজসভায় বাংলার কোন স্থান ছিল না। পাঠান মোগল আমলেও বাংলা ভাষা ব্রাত্য থেকে যায়। আর ইংরেজরা এসে তো তাদের ভাষাকে প্রাধান্য দিতে থাকে। অধিকার কেউ কাউকে পাইয়ে দেয় না। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার অর্জন করে নিতে হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটা হয়েছিল। বাংলা ভাষা কখনো মাথা নত করতে জানে না। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতের ডান ও বাম হাত চিরতরের জন্য ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ছেটে ফেলা হয়। একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তান ও আরেকটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ নিজেদের বিপদ বুঝতে পেরে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মোঃ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা আইন ভঙ্গ করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তে ঢাকার রাজপথ লাল হয়ে যায়। ভাষার কোন জাত নেই, ভাষা জাত পাতের ঊর্ধ্বে। তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্যেন দৃষ্টি থাকে সংখ্যা লঘিষ্ঠের প্রতি। ভাষার প্রতি দমনপীড়ন নীতির আজ এপার ভারতের আসাম, মেঘালয়, দিল্লিতেও আছড়ে পড়েছিল একটা সময়ে। রাজনৈতিক নেতারা বাংলা ভাষাকে ধনে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল। এই বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অসমীয়াকরণের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালের ১৯ মে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন পুলিশের গুলিতে ১১ জন তরুণী শহীদ হন। [৩]

স্বভূমিতে থেকেও বিচ্ছিন্নতার বেদনা এবং উপনিবেশিক শাসনের ফলে সৃষ্ট পরবাসে অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এখানে কবি অন্নদাশঙ্করের কবিতা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে-

'নিজ বাসভূমে আমরা সবাই পরবাসী'

ইতিহাস কখনো থেমে থাকে না। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে নতুন নতুন ইতিহাস তৈরি হয়। বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট আসামের করিমগঞ্জে একজন এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই আরও দুইজন শহীদ হন। রাষ্ট্রের দমন পীড়ন নীতি আবহমানকাল থেকে চলে এসেছে। এখনো ভিন রাজ্যে গেলে বাঙালিদের বাংলাদেশের তকমা দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু বাংলায় কথা বললে তথ্য যাচাই না করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের শিলচরেও তো সর্বাধিক বাংলা ভাষাভাষী লোক বসবাস করে। তথাপি বাংলায় কথা বললে সন্দেহ করা হয়, বাঙ্গালীদের এই অপবাদ মোচন করার অবকাশ এখনো হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের বাঙালিদের ভিনদেশীয় তকমা জোটে না কিন্তু এদেশীয় বাঙালিদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এরা এখনো বিপন্ন সময়ের অধিবাসী, এই বিপন্নতা দোষ কাটিয়ে উঠতে হলে রাষ্ট্র শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সচেতন মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

ইংরেজি মাধ্যমে পাঠানো শিশুরা বাড়িতে অনবরত বাংলায় কথা বললেও বাংলা চর্চা, বাংলায় অক্ষর জ্ঞান আর হয়ে ওঠে না। অপরদিকে শ্রেণী কক্ষের সীমিত সময়টুকুর মধ্যে বাচ্চাদের ইংরেজি ভাষাও পুরোপুরি আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। বাঙালির ঘরে জন্মে বাংলায় একটা বিষয়ে যতটা পরিমাণে বোধগম্য হবে, ইংরেজির ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা নাও হতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে রাশি রাশি নম্বর নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পাশ করে ঠিকই তবে কজন শিক্ষার্থী আছে এমন যে নির্ভুল বাংলায় চিঠি পত্র লিখতে পারবে? মোবাইলের যুগে আমরা বই বিমুখ হয়ে পড়েছি। ঘরে বসেই তো আমরা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি চর্চা করতে পারি কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না। একটা সময় আমাদের দেশ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান ছিল। আমরা ছিলাম সভ্য আর পাশ্চাত্যপন্থীরা ছিল অসভ্য বর্বর। কিন্তু সময় এখন উল্টো স্রোতে বয়ে চলেছে। বাইরে ঘুরতে বেড়ালে রেল স্টেশনে, বিমানবন্দরে অপেক্ষারত বিদেশী যাত্রীদের বই পড়তে দেখা যায়। আর আমরা বিশেষত বাঙালিরা মোবাইলে ব্যস্ত থাকি। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, বাংলায় ভাবান্তর হলেও দুর্ভাগাদের পড়ার সময় নেই। বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের বিষয়ে প্রশ্ন একটা সময় হয়েছিল যে বাংলায় আছে কি? বাংলায় কি নেই মধুসূদন দত্তের **'বাংলা ভাষা'** কবিতায় তাঁর নিজের আক্ষেপ উক্তি শোনা যায় এইভাবে -

'হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন

তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি' [৪]

এখন যদি কোন বাঙালি বাংলার রত্ন ভান্ডারের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে, তাহলে সে বাঙালিকে, বাঙালি জাতি সত্তাকে প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে দাঁড় করাবে। বাংলার রত্ন ভান্ডারের বিষয়ে প্রশ্ন তোলার আগে নিজেকে মনে প্রানে বাঙালি হয়ে উঠতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এতটাই দুর্নীতি প্রবণ যে বাচ্চারা প্রাক-প্রাথমিক পর্বে সঠিক শিক্ষা পায় না। না শেখে ভালো ইংরেজি না শেখে ভালো বাংলা। ফলে গোড়াতেই বাচ্চাদের গলদ থেকে যায় ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয়। বাঙালির ঘরে জন্মে শিশু বাংলায় কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় চর্চা করানো হয়। এই বিজাতীয় ভাষার সঙ্গে শিশুর আগাগোড়া পরিচয় থাকে না। তথাপি এই ভাষা চর্চা করতে হবে। শিশুরাও চোখ বন্ধ করে বি জাতীয় ভাষা মুখস্থ করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **"শিক্ষার হের ফের"** নামক প্রবন্ধটি। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন-

"শিশু পাঠ্য রীডারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত এজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক। অথবা snowball খেলায় চার্লি এবং কেটির মধ্যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ সন্তানের নিকট অতিকায় কৌতুকজনক কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলো পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোন রূপ স্মৃতির উদ্যোগ হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মত করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাৎড়াইয়া চলিতে হয়।" [৫]

যে যত শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে, চর্চা করতে পারবে তার পক্ষে ইংরেজি ভাষা শেখা ও ইংরেজিতে কোন আখ্যান অনুধাবন করা অসম্ভব নয়। অনেকে আবার ইংরেজি, হিন্দি শিখে বাংলাকে ভুলতে বসে। বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে হলে অন্তত বাংলায় চর্চা করতে হবে। কোন ভাষার উপর আরেক ভাষা চাপিয়ে দেওয়া কাম্য নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল সম্প্রসারণের জন্যই ইংরেজি আজ বিশ্ব ভাষা হয়ে উঠেছে।

বাংলা ভাষাতে বিজ্ঞান চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বাংলা ভাষায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন **'অব্যক্ত'** তার উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষার সম্প্রসারণের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য অগ্রণী ছিলেন। তিনি বাংলায় **"বিজ্ঞান পরিচয়"** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় **"বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ"** । এখান থেকে তিনি **'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফলে নানা রকম গবেষণামূলক বই এখানে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান বিষয়ক বই **"বিশ্বপরিচয়"** সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেন।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার শুরুর দিকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে অনেকে তাচ্ছিল্য করেছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাদের ভাবনাকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার পথ সুদৃঢ় করা। তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের জটিল বিষয় ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে তুলে ধরতেন। বর্তমানে তার সেই চিরস্মরণীয় উক্তি সমাহারে গ্রহণযোগ্য- **" যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।"** [৬]

পলাশীর প্রান্তরে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সূর্য অস্তমৃত হলেও বাংলা থেকেই প্রথমত শুরু হয় শৃঙ্খল মোচনের পালা। বাঙালির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজরা তাদের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে নেয়। এই সময়ে বাংলা ভাষার লেখক পাঠকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। কিছু কিছু বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন ইংরেজদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি সাহিত্যিকেরা বন্দুকের পরিবর্তে কলম ধরলেন। সাহিত্যিকের লেখনী স্পর্শে বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা, স্বাধীন হওয়ার ভাষা হয়ে ওঠে। ফলে কবি সাহিত্যিককে শাসকের রোষানলে পড়তে হয়। এমনকি সাহিত্যের স্রষ্টাদের জেলে পর্যন্ত যেতে হতো। দিকে দিকে চলে বাক্ স্বাধীনতা হরণের পালা। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরবর্তীতেও বাংলা ভাষার বিশেষ কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। রাজা বদল হয়েছে কিন্তু স্বভাব চরিত্র পাল্টায়নি। সারের দাম জিজ্ঞেস করলে মাওবাদী তকমা জোটে। এসবের মধ্যে থেকেও আমরা বাঙালিরা বাঁচবো, প্রচলিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে। মাদ্রাসার শিক্ষা নিয়ে হয়তো অনেকের মনে সন্দেহ হতে পারে, সেই প্রশ্ন, সন্দেহ দূরে ঠেলে বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। 'ভাষার ইতিবৃত্ত'- সুকুমার সেন - প্রথম প্রকাশ- ১৯৩৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড - ৪৫, কলকাতা, প্রকাশক - সুবীরকুমার মিত্র।

২। **'প্রবন্ধ সংগ্রহ'** - আমাদের ভাষা সংকট - প্রমথ চৌধুরী প্রকাশকাল প্রথম খন্ড- ১৯৫২, দ্বিতীয় খন্ড - ১৯৫৩

৩। **'সময় অসময় নিঃসময়'** - তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১০ প্রকাশক - একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩

৪। **'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'** মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রকাশকাল ১৮৬৬ সালে গ্রন্থাকারে

৫। **'শিক্ষা'** – 'শিক্ষার হের ফের' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- প্রকাশ ১৩১৫, প্রকাশক- শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা - ৩

৬। **'সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনা সংকলন'** - বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে প্রকাশিত (১৯৮০)